Index (Part-B)

Sl. No	Name of the Contents	Page
Chapter 01: Translations		
01	Translation: General Introduction	01
02	The Rules of Translation (English to Bangla)	04
03	The Rules of Translation (Bangla to English)	05
04	Previous Years' BCS Written Question	15
05	Model Translation (English to Bangla)	28
06	Model Translation (Bangla to English)	48
07	Vocabulary	68
Chapter 02: Essay Writing		
i.	Essay Writing: General Introduction	72
ii.	Essay Writing: Guidelines	72
Politics		
01	Global Cooperation in the 21st Century: Institutions, Challenges, and Achievements	75
02	Democracy and Human Rights: An Inextricable Bond	77
03	Rohingya and Refugee Crisis	80
National Affairs		
04	Educational Reforms for Human Capital Development in Bangladesh	84
05	Moral Degradation Among Youth: Bangladesh Perspective	87
06	What I Aspire to Accomplish as a Civil Servant in Bangladesh	88
07	Bangladesh's LDC Graduation 2026	90
08	Food Security in Bangladesh	93
09	Good Governance in Bangladesh	96
10	Sustainable Development Goals in Bangladesh	100
11	Women Empowerment in Bangladesh	102
12	Communal Harmony in Bangladesh	104
13	Universal Suffrage with Emphasis on the Necessity of Free and Fair Elections in a Democracy	106
14	Future Prospects of the Tourism Sector in Bangladesh	109
Environment		
15	Carbon Trading: Prospects and Criticism	112
16	Worldwide Air Pollution	115
17	Climate Refugees: A Growing Crisis of Displacement and Injustice	118
18	Prospects of Renewable Energy in Bangladesh	120
Literature		
19	Nationalism, Literature and Cultural Identity	123
Economics		
20	Impact of Geopolitics on the Developing Countries	125
21	Bangladesh in the Face of Global Economic Challenges	128
22	Artificial Intelligence and Ethical Considerations	132
23	RMG and Economic Development of Bangladesh	135
24	Fourth Industrial Revolution	138
25	The Role of Remittance in the Economy of Bangladesh	141
26	Blue Economy and Bangladesh	144
27	Youth, Innovation and Entrepreneurship: Building Bangladesh's Future Economy	147
Modern world		
28	Embracing Artificial Intelligence: Bangladesh's Journey Towards Innovation and Growth	149
29	Populism in the 21st Century: Origins, Features, and Challenges	151
30	Social Media and Teenage Depression	153

BCS Written Syllabus: English (Compulsory)
Subject Code: 003
Part – B
Marks - 100

Candidates will be required to compose an essay on a topic related to an issue of topical relevance. The essay must conform to the word limit set and must convey a candidate's ability to express his or her ideas clearly and correctly in English as well as reflect and analyze a topic of contemporary interest. (50 marks)

Translation from English into Bangla and Bangla into English

Candidates will be required to translate a short passage from Bangla into English and another from English into Bangla. (25+25=50 marks)

Chapter 01

Translations

পৃথিবীতে এই মুহূর্তে চার হাজারের মতো ভাষা আছে। আটশো কোটিরও বেশী মানুষ এই ভাষাগুলো ব্যবহার করে নিজেদের অনুভূতি সাজাচ্ছে, ভাবছে, শিল্প থেকে শুরু করে আইন-কানুন তৈরি করছে। সামষ্টিক সমাজবদ্ধ জীবনে পরস্পরকে বোঝার প্রয়োজন থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির জগতে নিজেকে নিয়ে ভাবনার অবসর অবধি এই সহস্র ভাষার সহস্র ধারা। ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের গড় ভাষাজ্ঞান দুইটি থেকে তিনটি ভাষার মধ্যে সীমিত। মাতৃভাষার বাইরে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে, কর্মপরিধি বৃদ্ধির প্রত্যাশায় ভিন্ন কোন ভাষা শিখি। কিছু ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম অথবা ব্যক্তিগত অনুরাগের কারণে আরো কিছু ভাষা শেখা হয়। তবে, এই জ্ঞান ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক মানবিক সহস্রধারার গুটিকয়েক স্রোতকেই আয়ত্তের মাঝে নিয়ে আসে।

ভাষাজ্ঞান এর সীমাবদ্ধতার সাথে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সরাসরি সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারে ভাষান্তর বা অনুবাদ। যিনি দুটি ভাষা জানেন, দুটি সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার কথা জানেন- তিনি পারেন একটি ভাষার সম্পদ আরেক ভাষার মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে। একটি ভাষার বাণী ভিন্ন কোন ভাষায় রূপান্তরের এই কাজটিই অনুবাদ বা ভাষান্তর। কর্মক্ষেত্রে ভাষান্তরের প্রয়োজনীয়তা নিয়মিত বাড়ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে, দাপ্তরিক ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটা বিবেচনায় রেখে বিসিএস পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে দুইটি ভাষান্তরের সমস্যা দেওয়া হয়। অনুবাদে উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ নম্বর।

অনুবাদের মৌলিক সমস্যা

উৎসের ভাষা থেকে অনুদিত ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। Peter Newmark তার Textbook of Translation বইয়ে দশটি সমস্যার স্পষ্ট একটা তালিকা করেছেন।

১. *উৎসের লেখনীতে থাকা স্বকীয়তা অনুবাদে বজায় রাখা হবে নাকি হবে না?*
চিন্তা করুন- হুমায়ূন আহমেদ এর সরল বাক্যে স্থাপিত সাহিত্য ও কমলকুমার মজুমদারের হেঁয়ালিপূর্ণ জটিল বাক্যে ভরা সাহিত্য- উভয়ই আপনি অনুবাদ করতে যাচ্ছেন। ইংরেজি ভাষায় এদের লেখনীর বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার চেষ্টা করবেন কি? কীভাবে করবেন?

২. *বিষয়ের সাথে ভাষার যে সংযোগ, সেটি কেমন করে অনুবাদে নিয়ে আসবেন?*
চিন্তা করুন- লেখার ধরণের সাথে ব্যাকরণ ও শব্দগত কিছু প্রত্যাশা তৈরি হয়। যেমন, সাহিত্যে চরিত্রের উক্তি প্রকাশে অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার প্রত্যাশিত। আবার, আইন কানুন ও দাপ্তরিক ভাষায় পূর্ণ বাক্য ও বিশেষ শব্দকোষের ব্যবহার আছে। উৎসের ভাষা ও অনুবাদের ভাষায় এই প্রত্যাশাগুলো ভিন্ন হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে করনীয় কী?

৩. *সংস্কৃতির সাথে ভাষার সংযোগ, সেটি কীভাবে অনুবাদ করবেন?*
চিন্তা করুন- যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিতে বাবা মা-কে নাম ধরে ডাকাটাই স্বাভাবিক সংস্কৃতি। অথচ, আমাদের দেশে ব্যাপারটা অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্রের একটা সাহিত্য আপনি বাংলায় অনুবাদ করছেন। উৎসের সংস্কৃতি বিবেচনায় অনুবাদে নাম ব্যবহার করাটা যৌক্তিক। অন্যদিকে, পাঠকের সংস্কৃতি বিবেচনায় সম্বোধনটি বেশি অর্থপূর্ণ। কোনটি করবেন?

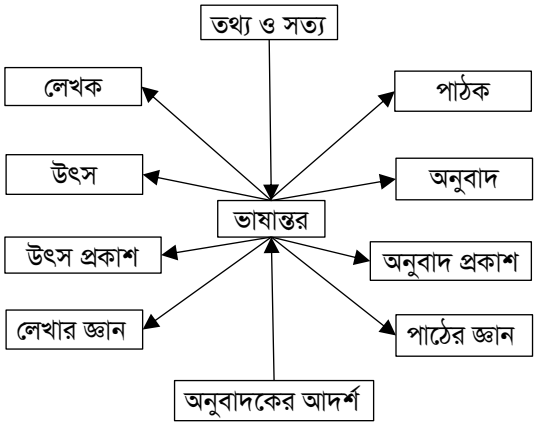

ফ্লোচার্টঃ নিউমার্কের মতে ভাষান্তরের মৌলিক সমস্যা

৪. *লেখাটি যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তার সাথে সংযুক্ত ভাষাবৈশিষ্ট্য অনুবাদে কীভাবে প্রতিফলিত হবে?*
চিন্তা করুন- মাধ্যমের সাথে তাল রেখে ভাষার বৈশিষ্ট্য বদলায়। গবেষণাপত্র, সংবাদ, সাহিত্য- বিভিন্ন ধারায় উৎসের ভাষা ও অনুবাদের ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন লিখনরীতি আছে। গবেষণাপত্রের ভাষা স্পষ্ট যোগাযোগে জোর দেয়; সংবাদের ভাষা নিরপেক্ষ হতে চায়; সাহিত্যের ভাষা হয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সৃজনশীল। এই বিষয় বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে লেখক ও পাঠকের দৃষ্টিকোণ নিয়ে অনুবাদকের ভাবনা কেমন হওয়া দরকার?

৫. *পাঠকের জ্ঞান পরিধি মাথায় রেখে অনুবাদে কতোটুকু পরিবর্তন আনা উচিৎ?*
চিন্তা করুন- আপনার অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি শিশুতোষ জার্নালে। আর, অনুবাদ করার দায়িত্ব পড়েছে টেকনিক্যাল একটা বিষয়, যা সম্পর্কে পাঠকদের গভীর জ্ঞান থাকার কথা না। এই অবস্থায় আপনি কি উৎসের জটিলতা নিজ উদ্যোগে কমিয়ে দেবেন? নাকি, ফুটনোট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন?

৬. *উৎসের তথ্য ও সত্য ভাষান্তরে সংরক্ষিত হবে কীভাবে?*
চিন্তা করুন- যে লেখাটির অনুবাদ করছেন সেখানে তথ্য ও সত্য কতটুকু আছে। কোনো তথ্য ও সত্য অনুবাদে হারিয়ে গেলে তা কি অনুবাদ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে? আগের পয়েন্টে, আপনি যদি পাঠকের বোধগম্যতা বিবেচনায় এনে উৎসের বক্তব্য সংক্ষেপন ও সংকলন করেন, তবে কি আপনি অনুবাদ করলেন?

৭. *উৎসের বিষয় ও বক্তব্য প্রসঙ্গে অনুবাদকের মতামত অনুবাদকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে?*
চিন্তা করুন- রাজনৈতিক, মানবিক, সামাজিক- ইত্যকার বিষয়ে অনুবাদকের মতামত থাকবেই। মানুষ মাত্রই মতামত প্রবণ। এই প্রবণতার প্রতিফলন অনুবাদে আসতেই পারে। উৎসের বক্তব্যের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা অথবা সমর্থন অনুবাদকে প্রভাবিত করতে পারে। এতে করে অনুবাদের সার্থকতা বিনষ্ট হওয়ার চ্যালেঞ্জ বরাবরই বিদ্যমান।

অনুবাদের প্রকরণ

অনুবাদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা–

০১. **আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation):** আক্ষরিক অনুবাদে বক্তার বক্তব্যটি হুবহু বা অবিকৃত রেখে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা হয়। এই ধরনের অনুবাদে মূল ভাষার বাক্যশৈলী, বাণী, ভঙ্গি, সুর ইত্যাদি অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস থাকে। যেমন –
- A bad workman quarrels with his tools – একজন খারাপ কর্মী তার সরঞ্জামগুলোর সাথে ঝগড়া করে।

সাবলীল হয় না বলে সাধারণত আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করা হয়। তবে দলিল-দস্তাবেজ, বিজ্ঞান ও আইনের বিষয়ের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক হয়ে থাকে।

০২. **ভাবানুবাদ (Faithful Translation):** অনেক সময় আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। মূল ভাব অবিকৃত রেখে কোনো বাণী বা কথা অনুবাদ করা হয়। মূলের সঙ্গে হুবহু সামঞ্জস্য না রেখে মূল ভাবকে ঠিক রেখে স্বাধীনভাবে যে অনুবাদ করা হয়, তাকে ভাবানুবাদ বলে। যেমন-
- A bad workman quarrels with his tools – নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

আক্ষরিক অনুবাদ বাক্যের প্রকৃত রস উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে সাহিত্যের অনুবাদ সাধারণত ভাবানুবাদ হয়ে থাকে।

অনুবাদে সামঞ্জস্য রক্ষা

একটি ভাষার বক্তব্য অপর একটি ভাষায় নির্ভুল রূপান্তর প্রায় অসম্ভব। অনুবাদক তার ভাষান্তরের প্রচেষ্টায় সর্বোচ্চ যা অর্জন করতে পারেন তা হলো সামঞ্জস্য বা Equivalence. অনুবাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এই সামঞ্জস্য অর্জনে কিছু মৌলিক সমস্যা থাকে। Mona Baker এর In Other Words: A Coursebook on Translation শীর্ষক বইয়ে এই সামঞ্জস্যের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তার কিছু জরুরী অংশ নীচে আলোচনা করা হলো।

শাব্দিক সামঞ্জস্য

শব্দ হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক। তবে অনুবাদের জন্য শব্দের তুলনায় অর্থের প্রাধান্য বেশি। Morpheme হলো অর্থের ক্ষুদ্রতম একক। ধারণা করা যায়, ভিন্ন ভাষার শব্দগত সামঞ্জস্য না থাকলেও অর্থগত সামঞ্জস্য থাকতে বাধ্য। প্রচলিত অর্থে ভাষার যে অংশটিকে আমরা শব্দ বলে জানছি, সেটি বেশ কিছু মরফিম এর সমষ্টি হতে পারে। শব্দের সরাসরি ভাষান্তর করা না গেলেও অনুবাদকের লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শব্দস্থিত কোনো মরফিম হারিয়ে যেতে না পারে। যেমন,

Inconceivable একটা ইংরেজি শব্দ। এটিকে Morpheme অনুসারে ভেঙে দেখা যায়, এর তিনটি অর্থপূর্ণ অংশ আছে। in = "না"; conceive = "চিন্তা অথবা কল্পনা করা"; able = "সক্ষমতা"। অর্থাৎ, এই শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ দাঁড়াচ্ছে এমন কিছু যা কল্পনা করার সক্ষমতা নেই। শব্দটির বাংলা রূপান্তর হতে পারে "অকল্পনীয়"। একেও তিনটি মরফিমে ভেঙে দেখা যায়; অ-কল্পনা-অনীয়। মরফিম জুড়ে জুড়ে শব্দ গঠনের নিয়ম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন। কিন্তু, পদ্ধতি যেটাই হোক, কোনো মরফিম যেন বাদ না পড়ে সেটা নিশ্চিত করেন অনুবাদক।

প্রতিটি Morpheme ঠিক রাখার মূলমন্ত্র যতো সহজ মনে হচ্ছে, বিষয়টা কিন্তু অতো সহজ না। অনুবাদক বেশ কিছু সমস্যায় পড়বেন, যেমন-

- Culture Specific Words যেমন Privacy শব্দটার ভালো বাংলা হওয়া কি সম্ভব? নির্জনতা, একাকীত্ব, একান্ত, গোপনীয়তা- এরকম অনেক শব্দই মাথায় আসে- কিন্তু কোনটাই ব্যক্তির অধিকার হিসেবে ব্যক্তিগত পরিবেশকে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে রাখা- এই ভাবের প্রকাশ কি কোনও শব্দই করতে পারছে?
এই ধরণের শব্দের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে শব্দটিকে একাধিক শব্দে ভেঙে বলা যেতে পারে। যেমন- Privacy এর বঙ্গানুবাদে *ব্যক্তিগত গোপনীয়তা* শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- Lexical Encoding ভাষা থেকে ভাষায় ভিন্ন। খুবই সহজবোধ্য অর্থের সরাসরি শব্দ রূপ না থাকাটাই Lexical Encoding এর পার্থক্য। যেমন, Standard শব্দটির সমতূল্য কোনও বাংলা শব্দ নেই। ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি- ভাবটা খুবই সহজবোধ্য, কিন্তু এই সহজ বোধের জন্য বাংলা ভাষা কোনও শব্দ তৈরি করেনি। তাহলে?
এই ক্ষেত্রেও একটু বর্ণনা ছাড়া উপায় নেই। অথবা, পরিভাষা তৈরি করেও কাজ চলে। Standard এর টেকনিক্যাল পরিভাষা *প্রমাণ*!

- Semantic Complexity কিছু ক্ষেত্রে অনুবাদে সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন, System শব্দটির সহজ সরল অনুবাদ হতে পারে ব্যবস্থা। কিন্তু, তাপগতিবিদ্যায় System বলতে বোঝায় *মহাবিশ্বের একটি পরিমিত অংশ যেখানে শক্তির আদান প্রদান পর্যবেক্ষকের বিবেচনায় আছে*। এই জটিল ভাবনাটির জন্য বাংলায় কোনও প্রতিশব্দ তো হয়নি।
  এসব ক্ষেত্রেও পরিভাষার বিকল্প নেই। বাংলায় যেমন অনেক গবেষণাপত্র System এর বাংলা লিখছে *সিস্টেম*।
- Categorical Distinction ভাষা ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন। ইংরেজিতে *লাল* এর অনেক রূপ- Red, Turquoise, Crimson, Scarlet আরো অনেক। রঙের এই ক্যাটাগরি ভাষা ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদক বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- সূর্যাস্তের মতো লাল, সিঁদুরের মতো লাল, রক্তের মতো লাল- ইত্যাদি।
- Lack of superordinate এর অর্থ হলো সাধারণ শব্দের অভাব। যেমন- আসবাবপত্র একটি সাধারণ শব্দ বা superordinate যার অধীনে অনেক hyponym পড়ে যেমন- চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি ইত্যাদি। ধরা যাক, একটি ভাষায় সব hyponym আছে কিন্তু superordinate নেই- সেক্ষেত্রে এর অনুবাদ কেমন করে হবে?
- Lack of hyponym একটু আগেই বলে আসা সমস্যার উলটো। এক্ষেত্রে অবশ্য সাধারণ শব্দ তথা superordinate ব্যবহার করে ভালোই অনুবাদ করা যায়।

ঊর্ধ্বতর মাত্রায় সামঞ্জস্য

শব্দের অর্থ রূপান্তর অনুবাদের প্রথম ধাপ মাত্র। শব্দের ঊর্ধ্বতর মাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষায় দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার-

- Collocation হলো একাধিক শব্দের সমন্বয় যে শব্দগুলো পাশাপাশি অবস্থান করাটা ভাষার চলমান ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ। যেমন, অর্থবোধক মাত্রায় আমাদের মনে হতে পারে carry out/undertake/perform প্রতিটিই visit এর সাথে collocate করে। কিন্তু, প্রচলিত ইংরেজিতে কেউ carry out a visit করে না বরং pay a visit করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কোনও ব্যাকরণিক বিধান নয় বরং প্রচলিত রূপ। তাই, লেখকেরা কিছু ক্ষেত্রে লেখনীর মাধ্যমে পাঠককে প্রভাবিত করার জন্যও প্রচলিত রূপের ব্যতিক্রম তৈরি করেন। যেমন- একজন সাংবাদিক লিখছেন- Peace may break out in the middle east soon. এই বাক্যে তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই Peace prevails এর প্রচলিত রূপের বাইরে যেয়ে war breaks out এর রূপটি গ্রহণ করেছেন। অনুবাদককে এই দিকগুলো জানতে হয়, নয়তো সার্থক অনুবাদ করা সম্ভব না।
- Idioms and Fixed Expressions অনুবাদে আরেকটা বড় সমস্যা তৈরি করে। বাগধারার শব্দবিন্যাস দেখে অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান করার উপায় নেই যে বক্তব্যটা আসলে কী। যেমন- Spill beans মানে মটরশুঁটি ফেলে দেওয়া নয় বরং গোপন কথা বলে বসা। তো, অনুবাদক যদি বাগধারাটি না জানেন, তাহলে তার অনুবাদটি নিরর্থক হয়ে পড়বে। তারপর, অর্থ জানলেও অনুবাদে মূল লেখার বিশেষত্ব তুলে আনা কঠিন কারণ একই বিষয়ে ভিন্ন ভাষায় প্রবাদ প্রবচন থাকার নিশ্চয়তা নেই। কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, তখন idiom এর অনুবাদ প্রবাদ দিয়ে করে ফেলা যায়। যেমন- Don't count your chickens before they hatch. এর অনুবাদ করবেন, গাছে কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল দেওয়া শুরু করো না।

ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য

নির্ভুল ব্যাকরণে লিখতে না পারলে তো অনুবাদের অর্থগত সঠিকতার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। ভাষাভেদে ব্যাকরণ এর কাঠামোগত পার্থক্য থাকে। ব্যাকরণের নিয়মের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুবাদের জন্য কিছু সাধারণ ব্যাকরণগত কাঠামোর আলোচনা অনুবাদের সমন্বিত তত্ত্বের পর উপস্থাপন করা হলো।

সামষ্টিক সামঞ্জস্য

প্রতিটি বাক্যের অর্থবোধক নির্ভুল অনুবাদের পরও এই কাজে উৎকর্ষের আরেকটি জায়গা বাকি থেকে যায়, আর তা হলো সামষ্টিক সামঞ্জস্য। একাডেমিকভাবে প্রচলিত অনুবাদ শিক্ষায় শুরুটা করতে বলা হয় এখানেই, সামষ্টিক ভাব থেকে। যেই রচনাটি আপনি অনুবাদ করতে যাচ্ছেন তার রূপ, থিম, তথ্যপ্রবাহ ও সংশ্লেষ- প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ভাষান্তরের পরও অটুট রাখাই সফল অনুবাদের শেষ ধাপ।

- উৎসের থিম ও স্টাইলের দিকে শুরুতেই নজর দিতে হবে। নয়তো আপনি অনুবাদক হিসেবে খুব জঘন্য একটি ভুল করবেন। উদাহরণ দেই- Sure, let me drop everything because your task clearly trumps everything else in the universe. এই বাক্যটি sarcastic tone এ বলা। এখন যদি আপনি literal অনুবাদ করেন যে, *অবশ্যই, আমি সবকিছু ফেলে আসছি কারণ আপনার কাজটির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই এ মহাবিশ্বে নেই*। তাহলে কেমন হলো!
- যে লেখার অনুবাদ করছেন তার একটা তথ্য প্রবাহরীতি থাকতে পারে। যেমন- Argumentative Information Flow যেখানে পর্যায়ক্রমে Proposition, opposition, reiteration, continuation, opposition, conclusion- এই ধারায় তথ্য প্রবাহিত হয়। অনুবাদেও এই প্রবাহের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। বাক্যের ক্রম বজায় রাখাটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। একই ভাবে, Cause and effect প্যাটার্নের অনুচ্ছেদে প্রথমত, দ্বিতীয়ত, অতঃপর, অবশেষে- এরকম ধারায় তথ্য প্রবাহ থাকতে পারে। অনুবাদেও এই ধারার সমঞ্জস কিছু ব্যবহার করতে হবে।
- সব শেষে আসে Cohesion এর কথা। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা কেবল উৎকৃষ্ট রচনাতেই পাওয়া যায়। পুরো রচনা জুড়ে থিম, তথ্য প্রবাহ, স্টাইল ও টোন মিলে যে সম্পূর্ণতা তৈরি হয়, সেটাই Cohesion. অনুবাদের পর এই বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা অনেক কঠিন। তো, অনুবাদকে একটি পৃথক রচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হতে পারে।

English to Bangla

50th BCS

In a world facing multiple crises that are putting immense pressure on communities. achieving gender equality is now more vital than ever. Ensuring women's and girls' rights across all aspects of life is the only way to secure prosperous and just economics and a healthy planet for future generations. One of the key challenges in achieving gender equality by 2030 is an alarming lack of financing with a staggering USD 360 billion annual deficit in spending on gender equality measures. Time is running out. Gender equality remains the greatest human rights challenge. Investing on women is a human rights imperative and cornerstone for building inclusive societies. Due to conflicts and rising fuel and food prices, recent estimates suggest that 75 percent countries will curb public spending by next few years. Austerity negatively impacts women and crowds out public spending on essential public services and social protection, The current economic system exacerbates poverty, inequality, and environmental degradation. disproportionately affecting women and marginalized groups. Advocates for alternative economic models propose a shift towards a green economy and a caring society that amplifies women's voices.

অনুবাদ: বিশ্ব এমন বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি যা সমাজের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে, সেখানে লিঙ্গ সমতা অর্জন করা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়সংগত অর্থনীতি এবং একটি সুস্থ পৃথিবী নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো অর্থায়নের উদ্‌বেগজনক অভাব, যেখানে লিঙ্গ সমতা বিষয়ক পদক্ষেপগুলিতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে বার্ষিক ৩৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশাল ঘাটতি রয়েছে। সময় ফুরিয়ে আসছে। লিঙ্গ সমতা বৃহত্তম মানবাধিকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। নারীদের জন্য বিনিয়োগ মানবাধিকারের জন্য অপরিহার্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর। সংঘাত এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানি ও খাদ্যমূল্যের কারণে, সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ৭৫ শতাংশ দেশ সরকারি ব্যয় হ্রাস করবে। এই কৃচ্ছ্রসাধন নীতি নারীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং জরুরি জনসেবা ও সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয়কে বাধাগ্রস্ত করে। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং পরিবেশগত বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবক্তারা একটি সবুজ অর্থনীতি এবং সেবামূলক সমাজের দিকে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছেন যা নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করবে।

47th BCS

Philosophy represents a profound exploration of existence, knowledge, and moral principles serving as a foundation for intellectual discourse. It engages human mind in questioning the nature of reality, the validity of knowledge and the ethical boundaries of human action. Science, by contrast, emerges as a disciplined investigation of natural phenomena through meticulous observation and rigorous experimentation. The inception of scientific thought can be traced to philosophical curiosity, where early thinkers, such as the ancient Greeks, pondered the mysteries of the universe, thus laying the ground work for empirical study that would later define modern science, For instance, during the Enlightenment, thinkers like John Locke advanced rational inquiry which profoundly influenced the development of scientific methodologies. Similarly, the contributions of Immanuel Kant provided a critical framework that shaped modern scientific paradigms, integrating metaphysical considerations into scientific process. This intellectual synergy persists across eras, as philosophy offers ethical guidance and logical coherence to scientific endeavors, preventing them from veering into uncharted or unethical territories. Without this philosophical underpinning, scientific progress might lack depth, direction or moral grounding, potentially leading to unintended consequences. Hence, the enduring alliance between philosophy and science not only fosters innovation but also addresses existential dilemmas and ethical challenges, affirming philosophy's pivotal role in the evolution and refinement of scientific knowledge.

অনুবাদ: দর্শন হলো অস্তিত্ব, জ্ঞান ও নৈতিকতার গভীর অনুসন্ধান, যা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষকে বাস্তবতার স্বরূপ, অর্জিত/লব্ধ জ্ঞানের বৈধতা এবং নৈতিকতার সীমা-পরিসীমা নিয়ে ভাবায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান হলো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটানার নিয়মতান্ত্রিক অনুসন্ধান। দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা থেকেই বৈজ্ঞানিক ভাবনার উদ্ভব ঘটে। যেমন: প্রাচীন গ্রীক বা অন্যান্য আদি চিন্তকেরা মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে ভাবতেন যা প্রায়োগিক/ গবেষণামূলক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। যেমন: 'আলোকিত যুগ' সময়ে জন লকের মতে চিন্তকেরা উন্নত যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের চর্চা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমূহের অগ্রগতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেন। একইভাবে ইমানুয়্যাল কান্টের কাজগুলো অধিবাস্তব দার্শনিক ভাবনা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংযোজনের মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, যেখানে দর্শন বৈজ্ঞানিক চর্চাকে নৈতিক নির্দেশনা এবং যুক্তিগত সঙ্গতি প্রদান করে থাকে, যেন বিজ্ঞান অযাচিত বা অনৈতিক পথে পরিচালিত না হয়। এই দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া বিজ্ঞান হয়তো গুরুত্ব, দিক নির্দেশনা আর নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে অবাঞ্ছিত কোন দিকে এগিয়ে যেত। তাই দর্শন ও বিজ্ঞানের এই মজবুত ঐক্য শুধু নতুন আবিষ্কারই এনে দেয় না, তা আমাদের অস্তিত্বের দ্বিধা-ভাবনা এবং নৈতিকাতার চ্যালেঞ্জ সমূহকে তুলে ধরে যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের/ ধারণার বিবর্তন ও পরিমার্জনে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ/কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে ফুটিয়ে তোলে।

46th BCS

Ethical dilemmas in banks have been magnified throughout the world by banking distress. However the predicaments in banking sector in Bangladesh are out of the ordinary in two ways. Firstly, banking distress in Bangladesh is unusually protracted. It has been causing unceasing hemorrhage to economy for about two decades. This has nurtured a culture of default and pervasive indiscipline. Secondly, weakness of Bangladesh banks are compounded by governance deficits in the country as a whole. The promulgation and enforcement of new banking regulation is necessary but not sufficient to ensure the soundness of banks for three reasons. First, a review of banking regulations suggests that there is always a long lag between new realities and new rules to face them. Secondly, regulations tend to promote a false sense of propitiousness in banks. Finally, Plato rightly argued that good people do not need laws to tell them to act responsibly while bad people will always find a way around law. So, there must be continuous weeding of bad people from banking sector to ensure its integrity.

অনুবাদ: ব্যাংক খাতে নৈতিক বিপর্যয় বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং সংকটের কারণে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংকট দুটি বিশেষ কারণে ব্যতিক্রমধর্মী। প্রথমত, বাংলাদেশে ব্যাংকিং সংকট অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী। প্রায় দুই দশক ধরে এটি অর্থনীতিতে একটানা রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলেছে। এর ফলে একটি ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি এবং ব্যাপক শৃঙ্খলাভঙ্গের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা জাতীয় পর্যায়ের শাসনব্যবস্থার ঘাটতির কারণে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ব্যাংকগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে নতুন ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি হলেও তা , তিনটি কারণে যথেষ্ট নয়। প্রথমত, ব্যাংকিং নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে নতুন নিয়ম-কানুন আসতে অনেক সময় লেগে যায়। দ্বিতীয়ত, এসব নীতিমালা অনেক সময় ব্যাংকগুলোতে মিথ্যা আশাবাদের জন্ম দেয়। তৃতীয়ত, প্লেটো যথার্থই বলেছেন, "ভালো মানুষকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে আইন শেখাতে হয় না, আর খারাপ মানুষ সব সময় আইনের ফাঁক খুঁজে বের করে নেয়।" সুতরাং, ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা ও আস্থার জন্য সেখানে থেকে নিয়মিতভাবে অসাধু ব্যক্তিদের ছাঁটাই করা জরুরি।

45th BCS

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a way ward course, over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair. I have sought love, first, because it brings ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loveliness that terrible loveliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold un-fathomable lifeless abyss. I have sought it, finally, because in the union of love I have seen, in a mystic, miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what at last-1 have found. With equal passion I have sought knowledge I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a hated burden to their sons, and the whale world of loveliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer. This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.

Model Translation
(English to Bangla)

Politics

01

Democracy is by far the most acceptable and challenging form of government in the present world. It is extensively getting very popular in almost every country of the world. Though there is no universally accepted definition, it generally means a form of government in which the sovereign power resides in the people as a whole and is exercised by them, instead of a system of government where it is by a small number of individuals, as in an oligarchy. A democratic system has several distinguishing features like governance through public representatives, regular participation in public functions, preservation of freedom, and promotion of public welfare. Establishment of democracy as a form of government is a consequence of the historical process. Democracy was first established in the city of Athens in ancient Greece. The Athenians would understand such a political governing system as a democracy in which the whole people could directly participate. The Athenian democracy could not continue on the move later. A considerable duration of the Middle Ages elapsed in the diarchy of religion and lord, the autocratic reign, and the feudal system of governance. After a long gap, democracy got a rebirth in Europe in the 17th and 18th centuries. In the 19th and 20th centuries, a democratic system was established in different countries of the world. England is marked as the main source of the democratic trend of thought of the 18th century. However, democracy has become so successful that modern civilization has turned into a democratic civilization.

অনুবাদ: বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং চ্যালেঞ্জিং সরকার ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। যদিও গণতন্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই, তবে সাধারণভাবে গণতন্ত্র বোঝায় এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং তারাই সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অলিগার্কির মতো অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে নয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা, রাষ্ট্রের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ, তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও কল্যাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য। সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। গণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে। এথেন্সের লোকেরা গণতন্ত্র বলতে বুঝতো এমন একটি রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা যাতে গোটা নাগরিক সমাজ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এথেন্সীয় গণতন্ত্র পরবর্তীতে চলমান থাকেনি। মধ্যযুগে ধর্ম ও রাজার দ্বৈত শাসন, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। দীর্ঘকাল পরে ইউরোপে গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ঘটে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনিশ ও বিশ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকের গণতান্ত্রিক ভাবধারার উৎসমূল হিসেবে ইংল্যান্ডকে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে গণতন্ত্রের বিকাশ এতই সাফল্য লাভ করেছে যে, আধুনিক সভ্যতা গণতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে।

02

In any discourse concerning history, the concept of periodization holds significant importance. This stratification is determined by the prevailing socio-economic and political conditions of a ruling dynasty. Historians generally delineate the period from 500 B.C. to 1300 A.D. as the ancient epoch of history. However, divergent perspectives suggest that 500 B.C. to 600 A.D. should be recognized as an early historical phase, while the span from 700 A.D. to 1300 A.D. might be acknowledged as a pre-medieval era. The geographical landscape of Bengal and its impact on the regional dynamics have undergone multiple transformations since antiquity. Unlike the present unified state of Bangladesh, ancient Bengal was characterized by its lack of cohesion, divided into numerous smaller entities that were governed prior to the establishment of a territorial or central authority. These decentralized segments of ancient Bengal, driven by population and agriculture, were referred to as Janapada.

অনুবাদ: ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনায় যুগের বিভাজনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এ যুগ বিভাজন নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে ইতিহাসের প্রাচীন অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে আদি ঐতিহাসিক যুগ এবং ৭০০ থেকে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত সম্যকে প্রাক-মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচনার মতামতও রয়েছে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও আঞ্চলিক গতিশীলতার উপর এর প্রভাব বহুবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাচীন যুগে বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের মতো একক ও অখণ্ড ছিল না। সাম্রাজ্যভিত্তিক বা কেন্দ্রীয়শাসন শুরু হওয়ার আগে বাংলা ছোট ছোট অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ও স্থানীয়ভাবে শাসিত হতো। প্রাচীন বাংলার জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিনির্ভর এই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন অংশলোকেই বলা হয় জনপদ।

03

The term 'militant' finds its roots in the Latin word 'militare,' which means to serve as soldier. From a behavioural standpoint, a militant is an individual who harbors a fervor for war, displaying aggression, hostility, and a penchant for destruction. Militants operate collectively, leveraging hostility and aggressiveness, garnering support from organizations not sanctioned by the state or society. Their methods are extreme and hostile. Terrorism extends beyond militants, encompassing those involved in destructive pursuits such as fundraising, planning, and execution, constituting terrorists. Militant activities manifest either individually or in groups, driven by a desire to establish political or religious ideologies crafted by their organization. To propagate their concepts, they employ diverse techniques like distributing leaflets, posters, and booklets. Often, they publicize confessional statements, spotlighting their actions, which may include murder and other destructive acts. Modern information technology, encompassing email, Facebook, Twitter, etc., serves as a conduit for their activities. Their overarching aim is to assert the righteousness of their concepts, irrespective of societal or state acceptance. Terrorist endeavours extend to suicidal incidents and destructive acts such as airplane hijackings. Secret military training equips militants for their roles, fostering global connections and communication networks. Any policy conflicting with that of the state or society is deemed terrorist.

অনুবাদ: জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি 'Militant' এবং ল্যাটিন শব্দ 'মিলিট্যার' (Militare) থেকে এসেছে। যার মানে সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণগতভাবে, জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধপ্রবণ, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব পোষণ করে। তারা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে শত্রুতা ও আগ্রাসীমূলক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এবং এমনসব সংস্থার মদদপুষ্ট আর অনুমোদন সমাজ বা রাষ্ট্রে নেই। তাদের কর্মকাণ্ড চরম শত্রুভাবাপন্ন। শুধু ধংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণকারীই নয়, এ কাজে চাঁদা প্রদান ও সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা গ্রহণসহ সকল সহায়তাকারীও জঙ্গি কর্মকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। জঙ্গি কার্যক্রম এককভাবে কিংবা দলীয়ভাবেও পরিচালিত হতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি তাদের সংগঠনের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ বাস্তবায়ন। তাদের ধারণা প্রচারের জন্য লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা প্রচারসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। তারা প্রায়ই স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যে তাদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা তুলে ধরে। তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক প্রচার মাধ্যম, যেমন- ইমেইল, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার বাহন হিসেবে কাজ করে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে অগ্রাহ্য করে তাদের মতাবাদের যথার্থতা প্রমাণ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশ। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সীমা আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং বিমান ছিনতাই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। গোপন সামরিক প্রশিক্ষণ সন্ত্রাসীদের তাদের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের বৈশ্বিক সংযোগকে মজবুত করে। রাষ্ট্রের বা সমাজের মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো নীতিই সন্ত্রাসীকর্মকাণ্ড।

04

Corruption in Bangladesh stems from a multitude of factors. It is often fueled by a combination of greed and an ambitious mindset, which can easily lead individuals down the path of corruption. Some public servants seek to supplement their income through illicit means, accepting tips, commissions, tea charges, and other favors in exchange for expediting paperwork. In more egregious cases, files are deliberately withheld until bribes are offered. Corruption also manifests when officials intentionally create bureaucratic obstacles, effectively locking files in a web of red tape. Furthermore, the prevalence of corruption extends to subordinate staff, who exploit the opportunity to solicit bribes when files accumulate on the chief executive's desk. Even the act of intentionally delaying the processing of files constitutes a form of corruption. The corrupt practices of office or branch heads can permeate throughout the organization, affecting all branches under their influence. The opulent lifestyles and rapid wealth accumulation aspirations of officials can be additional catalysts for corruption. Discrepancies between their legal income and extravagant lifestyles create an environment ripe for corrupt practices. This corruption often infiltrates the core values and principles of their families, leading family members to adopt similarly corrupt behaviours. Consequently, their service tenure may commence through connections with other corrupt individuals. The excessive demands of family members may also compel serviceholders to engage in corrupt activities as a means of meeting their expectations.

03

Rohingya and Refugee Crisis

[Related to 45th, 38th BCS]

"The Rohingya people have suffered what no human being should have to suffer. They deserve not just sympathy but assistance, and most importantly, a lasting solution."

– ***Antonio Guterres (UN Secretary-General)***

Introduction

The Rohingyas, the Indo-Aryan-speaking people from the Rakhine State of Myanmar, have been the subject of discussion and a matter of deep concern recently due to the persecution and genocide perpetrated on them by the ruthless military personnel and religious fundamentalists of Myanmar. For decades, the Rohingyas in Myanmar have been victims of widespread governmental genocide that, when considered holistically and analyzed systematically, unfolds a grim picture: the Rohingyas are gradually being decimated. The predominantly Muslim Rohingyas had been living in Rakhine State for many generations. But in 1982, General Ne Win's regime introduced a new citizenship law that stripped the Rohingyas of their citizenship rights and rendered them stateless. As a result of losing their citizenship rights, they were subjected to severe restrictions on freedom of movement, access to education, marriage and religious freedom. Their sufferings and pains intensified with periodic escalation of violence in June 2012 and again in October, when severe violence broke out between the predominantly Buddhist population of Rakhine and the Rohingyas, resulting in the displacement of hundreds of thousands. Now, nearly 1 million people have found safety in Bangladesh, with a majority living in Cox Bazar's region, home to the world's largest refugee camp. The United Nations has described the Rohingya as "the most persecuted minority in the world." As of 2025, nearly 1.3 million Rohingya reside in Bangladesh (UNHCR, 2025), and the UN continues to label them "the most persecuted minority in the world" (UN Human Rights Council, 2018).

Ethnic Identity of the Rohingyas:

The Rohingyas are a Muslim minority population living mainly in the state of Arakan, Myanmar. The first Muslim settlement in Arakan was seen by the 1400s CE. Many of them served in the court of the Buddhist King Narameikhla (Min Saw Mun), who ruled Arakan in the 1430s and who welcomed Muslim advisers and courtiers into his capital. Arakan is on the western border of Myanmar, near what is now Bangladesh, and later Arakanese kings modeled themselves after the Mughal emperors, even using Muslim titles for their military and court officials.

In 1785, Buddhist Burmese from the south of the country conquered Arakan. They drove out or executed all of the Muslim Rohingyas they could find; some 35,000 of Arakan's people likely fled into Bengal, then part of the British Raj in India.

As of 1826, the British took control of Arakan after the First Anglo-Burmese War (1824-26). They encouraged farmers from Bengal to move to the depopulated area of Arakan, both Rohingyas, originally from the area, and native Bengalis. The sudden influx of immigrants from British India sparked a strong reaction from the mostly Buddhist Rakhine people living in Arakan at that time, sowing the seeds of ethnic tension that remain till now. When World War II broke out, Britain abandoned Arakan in the face of Japanese expansion into Southeast Asia. In the chaos of Britain's withdrawal, both Muslim and Buddhist forces took the opportunity to inflict massacres on each other. Many Rohingyas still looked to Britain for protection and served as spies behind Japanese lines for the Allied Powers. When the Japanese discovered this connection, they embarked on a hideous program of torture, rape and murder against the Rohingyas in Arakan. Tens of thousands of Arakanese Rohingyas once again fled into Bengal.

Between the end of World War II and General Ne Win's coup d'état in 1962, the Rohingyas advocated for a separate Rohingya nation in Arakan. When the military junta took power in Yangon, however, it cracked down hard on Rohingyas, separatists and non-political people alike. It also denied Burmese citizenship to the Rohingya people, defining them instead as stateless Bengalis. This long history of migration, conquest and political manipulation laid the foundation for the Rohingyas' present marginalization.

Recent Crisis of the Rohingyas:

The Rohingya crisis in Myanmar has been ongoing since 1784, with a history of discriminatory and repressive treatment by the Myanmar government towards the Rohingya population. The crisis escalated in June 2012, with a bloody clash between the Buddhist people of Rakhine and the Rohingyas. In October 2016, a small armed Rohingya military group known as the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) reportedly attacked Burmese police posts, leading to a massive response by the Burmese Army that displaced and killed thousands and was accompanied by gross violations of human rights.

The tensions in Rakhine State reached a boiling point on August 25, 2017, when ARSA initiated a wave of attacks targeting some 30 military and security outposts. After the August 25, 2017, attacks, just over 700,000 Rohingyas have fled Burma to Cox's Bazar and other areas in Bangladesh, joining around 300,000 Rohingyas who fled in previous years.

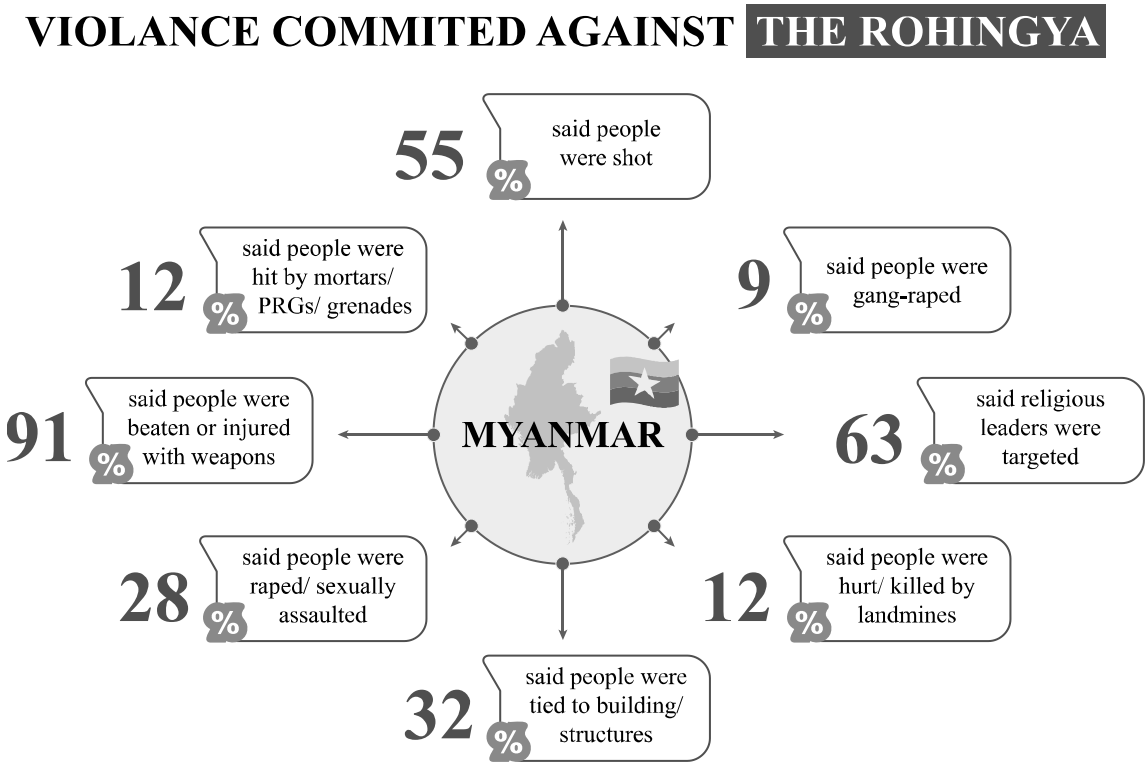

While the military's 'Operation Ethnic Cleansing' in Rakhine State was ostensibly in response to the 25 August, 2017 ARSA attacks, there is clear evidence of intentional preparation by both military and civilian actors for the attacks that increased the vulnerability of the Rohingya community and deprived them of humanitarian aid and community protection and removed the access of international observers.

International human rights groups and UN fact-finding missions have stated that the 2017 military crackdown may constitute acts of genocide under the 1948 Genocide Convention. In 2020, the International Court of Justice ordered Myanmar to take provisional measures to protect the Rohingya, acknowledging that genocide charges were plausibly argued.

As of September 2024, over 35,600 Rohingya refugees (around 8,500 families) have been relocated to Bhasan Char (UNHCR, 2024). While protection services and humanitarian assistance have been scaled up on the island, significant gaps remain in service delivery and the sustainability of critical assistance.

Risks and stress associated with about one million Rohingya in Bangladesh

Bangladesh is at high risk and stress in myriad sectors, with about one million Rohingya. These include the following:

i. **Security threat:** Firstly, there is a security threat as the Rohingya refugees may mingle with the local population and become involved in criminal activities and extremist groups may try to manipulate them. This could lead to a security threat for not only Bangladesh but the entire South Asian region.
ii. **Population burden:** Accommodating such a large population burden is a challenge for a country like Bangladesh, which already has a high population density and struggles with meeting the basic needs of its people. The government will need to allocate a significant portion of its budget to meet the basic demands of the Rohingya refugees.
iii. **To arrange food in the long run:** Arranging for food in the long run is also a challenge, given that Bangladesh already faces food shortages due to natural disasters. Importing food grains to meet the demand of the Rohingya refugees will be costly.
iv. **Environmental risks:** The environmental risks are significant, as the Rohingya refugees have damaged forest lands and polluted the area with excessive human waste. The hills where the settlement camps have been made are also at risk of massive landslides during the monsoon season.
v. **Threat of spreading various contagious diseases:** There is a threat of spreading various contagious diseases, as the refugees lack clean water and sanitation facilities, and diseases such as chickenpox, pneumonia, measles, diarrhea, dysentery and skin diseases have already spread among them.
vi. **Threat to tourist spots:** The Rohingya crisis is affecting the tourist spots, such as Cox's Bazar Sea Beach and Saint Martin Island, as the city resorts are filled with aid workers, government officials and others, and the islands may lose up to one million tourists due to the crisis.

Steps Taken by the Bangladesh Government to Solve the Rohingya Crisis

The Government of Bangladesh has implemented several measures to address the Rohingya crisis:

i. **Humanitarian Assistance:** Bangladesh has provided refuge to over a million Rohingya fleeing persecution in Myanmar, offering shelter, food and medical aid in camps primarily located in Cox's Bazar.
ii. **Relocation to Bhasan Char:** To alleviate overcrowding in Cox's Bazar, the government developed facilities on Bhasan Char, an island in the Bay of Bengal, to accommodate approximately 100,000 refugees. As of September 2024, over 35,600 Rohingya refugees (around 8,500 families) have been relocated to Bhasan Char (UNHCR, 2024).
iii. **Advocacy for Repatriation:** Bangladesh continues to advocate for the safe, voluntary and dignified return of Rohingya to Myanmar. In September 2024, interim leader Muhammad Yunus urged Malaysia and ASEAN countries to engage in trilateral repatriation talks (Al Jazeera, 2024).
iv. **International Collaboration:** The government collaborates with international organizations, such as the International Organization for Migration (IOM), to provide comprehensive humanitarian support and explore resettlement options for the Rohingya.
v. **Enhanced Border Security:** In response to renewed violence in Myanmar, Bangladesh has increased border vigilance to manage the influx of refugees and maintain regional stability

Despite these efforts, challenges persist, including resource constraints, security concerns and the complexities of international diplomacy. Bangladesh continues to seek global support to achieve a sustainable resolution to the crisis.

Bangladesh: Rohingya Humanitarian Crisis
Joint Response Plan 2025-26 funding update
as of 31 October 2025

ISCG INTER SECTOR CORDINATION GROUP | Rohingya Refugee Response Bangladesh

KEY PLANNING FIGURES 2025

1.1M	392,126	$934.5M	$354.9M (38%)
Rohingya refugees targeted	Host communities targeted	JRP 2025 appeal	Funding received

Paid Contributions $310 M
Commitments $45 M

The 2025 Joint Response Plan for the Rohingya refugee response is 38 percent funded as of 31 August 2025, with USD355 million received against the overall appeal of USD 934.5 million.

Since the onset of the crisis in August 2017 until 2024, donors have generously contributed nearly USD 4.8 billionto successive JRPs, amounting to 70 percent of the total financial requirements for that period.

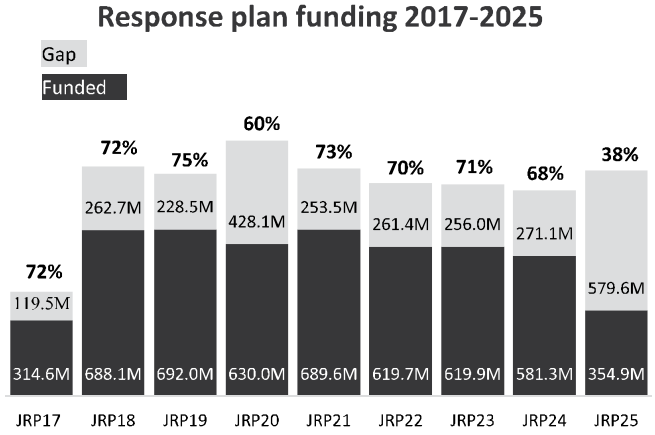

Recommendations

- The Burmese government's actions against the Rohingyas must be recognized as genocide under the 1948 Genocide Convention.
- An independent international investigation must be allowed into Rakhine State.
- Prosecute perpetrators through the International Criminal Court (ICC).
- Impose targeted sanctions on the Myanmar military and civilian authorities responsible for crimes.
- Ensure that repatriation follows the principle of non-refoulement, with full monitoring by the UN and other international observers.
- Involve ASEAN and OIC in creating a regional framework for the repatriation and protection of minority rights.
- Encourage ASEAN to pass binding resolutions pressuring Myanmar to allow for a safe, dignified return.
- Support long-term resettlement options, including third-country resettlement, where return is not possible.

Conclusion

Analyzing and scrutinizing the information and proofs collected by different human rights groups and researchers, it might be well concluded that the Rohingyas in Rakhine State of Myanmar are facing the final stage of genocide. All of these places put them at high risk of annihilation. So, the severity and the barbarity of such pre-planned genocidal crimes of the Burmese authority on the helpless Rohingyas invite international resentment and concern.

The Rohingya in Rakhine State appear to be victims of systematic violence consistent with the legal definition of genocide under the 1948 Genocide Convention. This includes deliberate deprivation of food, freedom, identity and life. Unless sustained international pressure and legal accountability are ensured, the Rohingya face the risk of long-term annihilation.